জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

NATIONAL INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
Government of the People's Republic of Bangladesh

নম্বর : ১৫.৫৫.০০০০.৩০৪.২৫.০০২.২৬.৯২৭২

১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩
৩১ জুলাই ২০২৬

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
৯ম সংখ্যার জন্য লেখা আহবান

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল ৯ম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

(ISSN 2789-780X)

জার্নালে লেখা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি :

১. গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা, গণযোগাযোগ, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক, ফোকলোর, টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিয়ো ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত মৌলিক ও গবেষণাধর্মী লেখা জার্নালে স্থান পাবে।

২. পূর্বে প্রকাশিত রচনা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না, লেখা অনধিক ৫,০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

৩. বাংলা একাডেমির প্রমীত বানানরীতি অনুসরণপূর্বক সুতনি এমজে ফন্টে ১.৫ স্পেস-এ কম্পোজ করতে হবে।

৪. ইংরেজি ভাষায় লেখা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইমস নিউ রোমান ১২ ফন্টে ১.৫ স্পেস-এ কম্পোজ করতে হবে।

৫. ই-মেইলে dg@nimc.gov.bd/irin7july@gmail.com ঠিকানায় সফট কপি এবং হার্ডকপি ডাক মারফত বা সরাসরি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে পাঠানো যাবে।

৬. লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

৭. জার্নাল-এ নির্ধারিত নিয়মানুসারে রেফারেন্স/সূত্র/গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহার করতে হবে (www.nimc.gov.bd) দ্রষ্টব্য)।

লেখা আগামী ০৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট বরাবর পৌছাতে হবে। প্রবন্ধটি অনুমোদিত ও জার্নালে প্রকাশিত হলে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৩১/৭/২৬

(আইরিন সুলতানা)
উপপরিচালক (গবেষণা)
ও
নির্বাহী সম্পাদক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
ফোন: ৫৫০৭৯৪৪৪

১২৫/এ,দারুস সালাম, এ.ডব্লিউ চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬; পিএবিএক্স:৫৫০৭৯৪৩৮-৪২, ফ্যাক্স: ৫৫০৭৯৪৪৩, ই-মেইল: dg@nimc.gov.bd
125/A, Darus Salam, A. W. Chohdhury Road, Dhaka-1216; Phone:55079438-42, Fax: 55079443: www.nimc.gov.bd

CamScanner

লেখা পাঠানো সংক্রান্ত তথ্য

লেখা গবেষণামূলক ও শিল্পমানসমৃদ্ধ হতে হবে। পূর্বে প্রকাশিত রচনা জার্নালে প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না। লেখা অনধিক ৫,০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণপূর্বক সুতনি এমজে ফন্টে ডাবল স্পেস-এ কম্পোজ করতে হবে। ইংরেজি ভাষায় লেখা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে টাইম্‌স নিউ রোমান ১২ ফন্টে ১.৫ স্পেস-এ কম্পোজ করতে হবে। ই-মেইল dg@nimc.gov.bd /irin7july@gmail.com ঠিকানায় সফট কপি এবং হার্ড কপি ডাক মারফৎ বা সরাসরি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে পাঠানো যাবে, সঙ্গে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর পাঠাতে হবে। প্রাপ্ত লেখা প্রাথমিক মনোনয়ন এবং বিশেষজ্ঞের মুল্যায়ন (Peer Review) শেষে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও জার্নালে মুদ্রিত হলে লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত সকল লেখার স্বত্বাধিকারী হবে।

লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জি এবং লেখার মধ্যে রেফারেন্স ও টীকা প্রদানের নমুনা নিম্নরূপ :

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকের নাম (প্রকাশের সাল), গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংখ্যা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। জার্নাল, সাময়িকী, জার্নাল বা সম্পাদিত গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। নমুনা :

১. বিল্লাহ, বাকি (২০০৮), জনসংযোগ কি এবং কেনো, প্রফেসর'স প্রকাশন, ঢাকা।

২. খান,আলি আকবর (২০১৩), 'আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

৩. ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়েব ঠিকানা দিতে হবে।

রেফারেন্স

লেখার মাঝখানে রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাকেটের মধ্যে (লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, প্রকাশের সাল : পৃষ্ঠা সংখ্যা) উল্লেখ করতে হবে। নমুনা:

..... ১৯৭৪ সালে আমেরিকান ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশন চলাকালে রিপাবলিকান পার্টির কয়েকজন সদস্য কনভেনশন হলে ইলেকট্রনিক আড়ি পাতার যন্ত্র (Bugging Device) স্থাপন করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। প্রাথমিক প্রতিবেদনে এটি সাধারণ সিঁধেল চুরি বলে মনে হলেও উডওয়ার্ড ও বার্নস্টেইন 'ভিন্ন' কিছুর 'সন্দেহ' করেই শুরু করেছিলেন অনুসন্ধান। এর ফলেই উন্মোচিত হয় বিশ্বকাঁপানো ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি। (শামীম, ২০০৮-১৪ : ৮৪)

আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা,চ:দা:)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner

সম্পাদনার ক্ষেত্রে

সম্পাদকের নাম ব্রাকেটে সম্পাদনা লিখে দিতে হবে (সম্পাদনা)। বইয়ের নাম, সংস্করণ, স্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল, যদি খন্ড থাকে তাহলে খন্ড উল্লেখ করতে হবে, পৃষ্ঠা সংখ্যা। নমুনা :

শাহ আলমগীর, মোঃ (সম্পাদনা)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সাংবাদিক। ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫। পৃঃ ১২০

ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে

Sur name. First name. Name of the book . Place: Publisher, Edition. year. Page No.

Example

Fisher. Dalmar. Communication in Organization. Delhi: Jaico Publishing House, 2nd ed. 1999. 551p.

টীকা

লেখার মধ্যখানে ফুটনোট অথবা টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে ওপরের দিকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে পৃষ্ঠার শেষে টীকা বা ফুটনোট সংযোজন করতে হবে। নমুনা :

'বন্ধু রাজ, তোমাকে আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি দেখা দেবো একটা বিশাল ধূমকেতুর মতো - এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' [১]- নিজের সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে মাইকেল যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে সন্দেহের সত্যি কোনো কারণ ছিলো না। (আশার ছলনে ভুলি, গোলাম মুরশিদ, পৃ-১৩)

১. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের চিঠি, জুন ১৮৬১, পত্রসংখ্যা ৮৩। মাইকেল মধুসূদনের অনেকগুলো চিঠির সংকলন এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ক্ষেত্র গুপ্তের সম্পাদিত এবং সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত সংকলনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এ সংকলনেরও বহু ভুল এবং গ্রহণ-বর্জন রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ত্রুটির দিক-এ চিঠিগুলো তারিখ অনুযায়ী সাজানো নয়। মাইকেল অনেক সময়ে চিঠিতে কোনো তারিখ দিতেন না। এসব চিঠি কালানুক্রমিকভাবে সাজানোর উপায় এদের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ। কিন্তু আমার লেখা এই জীবনী প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মাইকেল-জীবনীর অনেক তথ্যই জানা ছিলো না। সে জন্য আগের সংকলন-কারীরা চিঠিগুলো ঠিকমত সাজাতে পারেননি। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কাছে রক্ষিত মাইকেলের মূল চিঠির যে-সংকলন ছিলো এবং এখন যা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে, তার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি আমি এই চিঠিগুলোর একটি সংকলন করেছি। ২০০৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত এই সংকলনের নাম *The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt* (HRP)। এ সংকলনের বেশির ভাগ জুড়ে আছে প্রাসঙ্গিক তথ্য। পত্রসংখ্যা আমি সেই সংকলন থেকে দিচ্ছি।

০৩/৭/২৩
আইরিন সুলতানা
উপ-পরিচালক (গবেষণা,চ:দা:)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner